রামপাল ও ওরিয়ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ সুন্দরবনবিনাশী সকল অপতৎপরতা বন্ধ
এবং বিদ্যুৎ সংকটের সমাধানে সাত দফা বাস্তবায়নে ১০-১৩ মার্চ ২০১৬ সুন্দরবন অভিমুখে জনযাত্রা শেষে

জাতীয় কমিটির 'সুন্দরবন ঘোষণা'

গত ১০ মার্চ সকালে ঢাকা প্রেসক্লাব থেকে রওনা হয়ে মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাগুরা, ঝিনাইদহ, কালীগঞ্জ, যশোর, নওয়াপাড়া, ফুলতলা, দৌলতপুর, খুলনা, বাগেরহাট হয়ে চার দিনে ৪০০ কিলোমিটার অতিক্রম করে আমরা আজ ১৩ মার্চ দুপুরে সুন্দরবনসংলগ্ন কাটাখালীতে উপস্থিত হয়েছি। সুন্দরবন রক্ষাসহ সাত দফা আদায়ের এই জনযাত্রার প্রস্তুতিকালে এবং জনযাত্রার সময়কালে লক্ষ মানুষ আমাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে। জনযাত্রায় অংশ নিয়েছে বাংলাদেশের সকল শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিত্বকারী মানুষ। বহুসংখ্যক সংগঠনের মধ্যে জনযাত্রায় অংশ নিয়েছে বামপন্থী প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, কৃষক-শ্রমিক-নারী-ছাত্র-যুব-শিশু-কিশোর-বিজ্ঞান সংগঠন, গানের দল, নাটকের গ্রুপ, চলচ্চিত্র সংগঠন, পাঠচক্র, লিটল ম্যাগাজিন; রাজনৈতিক নেতাকর্মী ছাড়াও এতে অংশ নিয়েছে শিক্ষক-শিক্ষার্থী-বিজ্ঞানী-প্রকৌশলী-পেশাজীবী-শিল্পী-লেখক-সাংবাদিক চলচ্চিত্র নির্মাতা-কৃষক-শ্রমিক-নারী-পুরুষ। এই জনযাত্রার সময়কালে এর সাথে সংহতি জানিয়ে লন্ডন, আমস্টারডামে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে, আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে প্যারিসে, আটলান্টায়।

সুন্দরবন ধ্বংসকারী রামপাল-ওরিয়ন বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিলসহ বিদ্যুৎ সংকট সমাধানে জাতীয় কমিটির সাত দফা বাস্তবায়নের দাবি নিয়ে এই জনযাত্রা সংগঠিত হয়েছে। সরকার যখন বিদ্যুৎ উৎপাদন ও উন্নয়নের নামে ধ্বংস ও দখলের মাধ্যমে সুন্দরবনের ওপর মুনাফাখোরদের এক হিংস্র আগ্রাসনের আয়োজনে নেতৃত্ব দিচ্ছে, তখন জনগণ তার সার্বভৌম অধিকারবলে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের বলয় তৈরি করছে। এই জনযাত্রা সেই প্রতিরোধের অংশ।

আমাদের এই জনযাত্রা চলাকালে যশোরে প্রবেশের আগে সরকারি প্রশাসনের হুমকি ও হয়রানি মোকাবিলা করতে হয়েছে। শেষ মুহূর্তে পূর্বনির্ধারিত সমাবেশের অনুমতি বাতিল করে তারা জনযাত্রা ক্ষতিগ্রস্ত করতে চেষ্টা করেছে। শুধু সমাবেশের অনুমতি বাতিল নয়, যশোরে প্রবেশ ও অবস্থানে হুমকি দিয়ে জনযাত্রা পণ্ড করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু সুন্দরবন জনযাত্রা সকল বাধা-বিপত্তি-হুমকি অতিক্রম করে যশোরে প্রবেশ করেছে এবং প্রতিবাদ সভা ও মিছিল করে জনযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। এই সমাবেশ থেকে আমরা আবারও সরকারি প্রশাসনের এই হীন চক্রান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

সুন্দরবন শুধু কিছু গাছ আর কিছু পশুপাখি নয়। সুন্দরবন অসংখ্য প্রাণের সমষ্টি এক মহাপ্রাণ, অসাধারণ জীববৈচিত্র্যের আধার হিসেবে অতুলনীয় ইকোসিস্টেম ও প্রাকৃতিক রক্ষাবর্ম, বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃত। এই সুন্দরবন শুধু লাখ লাখ মানুষের জীবন-জীবিকার সংস্থান করে না, সিডর-আইলার মতো প্রতিটি প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রায় চার কোটি মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করে। দেশের সীমানায় এবং সীমানার বাইরে বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল কার্যত সুন্দরবনের অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত।

ভারতের এনটিপিসির সাথে বাংলাদেশের পিডিবি যৌথভাবে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য যে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে তা অসম, অস্বচ্ছ এবং বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থবিরোধী। বাংলাদেশের ওরিয়ন কোম্পানিকেও সব নিয়মনীতি উপেক্ষা করে একই ধরনের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মানুষ ও প্রকৃতির অপূরণীয় ক্ষতি ছাড়াও বাংলাদেশের বিপুল আর্থিক ক্ষতি হবে। এছাড়া পরিবেশ সমীক্ষার নিয়মাবলি অস্বীকার করে আগে ভূমি অধিগ্রহণ, নির্যাতনমূলকভাবে মানুষ উচ্ছেদ, হাইকোর্টের রুল অগ্রাহ্য করা এবং পরবর্তী সময়ে স্ববিরোধী, ত্রুটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসংগতিপূর্ণ এক পরিবেশ সমীক্ষা প্রণয়ন–সবকিছুই প্রমাণ করে, কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে এসব কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় দেশি-বিদেশি গোষ্ঠী মরিয়া। কিন্তু সুন্দরবন নিয়ে স্বাধীন গবেষণা ও অনুসন্ধান থেকে এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, এসব বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলে সুন্দরবন মহাবিপর্যয়ের শিকার হবে এবং পুরো বাংলাদেশকেই অরক্ষিত করে ফেলবে।

বিজ্ঞানীদের দীর্ঘদিনের গবেষণা থেকে জানা যায়, রামপাল কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র বছরে ৪৭ লাখ টন কয়লা পোড়াবে। এর থেকে বছরে ৫২ হাজার টন বিষাক্ত সালফার ডাই-অক্সাইড, ৩০ হাজার টন নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড, ৭ লাখ ৫০ হাজার টন ফ্লাই অ্যাশ ও ২ লাখ টন বটম অ্যাশ উৎপাদিত হবে। এছাড়া পশুর নদ থেকে ঘণ্টায় ৯,১৫০ ঘনমিটার হারে পানি প্রত্যাহার, তারপর বিপুল বেগে পানি আবার নদীতে নির্গমন, নির্গমনকৃত পানির তাপমাত্রা ও পানিতে দ্রবীভূত নানা বিষাক্ত উপাদান নদীর স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ, পানির প্লবতা, পলি বহন ক্ষমতা, মৎস্য এবং অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনচক্র ইত্যাদিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, গোটা সুন্দরবনের জলজ বাস্তুসংস্থান ধ্বংস করবে। সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে কয়লা পরিবহন, জাহাজ থেকে নির্গত তরল কঠিন বিষাক্ত বর্জ্য, জাহাজনিঃসৃত তেল, শব্দ, তীব্র আলো ইত্যাদি সুন্দরবনের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট করবে। এর সাথে ওরিয়নের ৫৬৫ মেগাওয়াট এবং রামপালের ১,৩২০ মেগাওয়াটের আরো একটি ইউনিট স্থাপিত হলে দূষণ আরো ভয়াবহ আকার নেবে।

দেশবাসীর প্রতিবাদ, ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের সতর্কতা উপেক্ষা করে যখন একদিকে এসব কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র করে অনবায়নযোগ্য বিশাল আশ্রয় সুন্দরবন হত্যার আয়োজন চলছে, তখন তার সুযোগে এলাকায় ভূমিদস্যুদের নানা রকম প্রকল্প তৈরি করা হচ্ছে, মুনাফালোভী আগ্রাসনে এখন প্রতিদিনই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সুন্দরবন। শিপইয়ার্ড, সাইলো, সিমেন্ট কারখানাসহ নানা বাণিজ্যিক ও দখলদারি অপতৎপরতা বাড়ছে। দেশ বিশেষত উপকূলীয় অঞ্চল যখন জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির মুখে, তখন রামপাল-মাতারবাড়ীসহ উপকূলীয় অঞ্চলজুড়ে নেওয়া বিভিন্ন অবিবেচক প্রকল্প এই ঝুঁকি আরো বাড়াচ্ছে। রূপপুরেও ভয়াবহ ঝুঁকি নিয়ে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র করা হচ্ছে। আমরা দৃঢ়কণ্ঠে বলতে চাই, রামপাল, রূপপুর ও মহেশখালী প্রকল্প নয়, জাতীয় কমিটির সাত দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নেই দেশের বিদ্যুৎ সংকটের টেকসই সমাধান আছে।

গত দেড় দশকে জাতীয় কমিটির আন্দোলনের একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে স্বল্পমূল্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের এক টেকসই ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক জ্বালানি যদি জাতীয় মালিকানায় থাকে, যদি খনিজ সম্পদ রপ্তানি নিষিদ্ধ করা যায়, যদি নবায়নযোগ্য-অনবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রসমূহ সম্প্রসারণ করা যায়, যদি এসব কাজ করায় জাতীয় সক্ষমতার বিকাশকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় তাহলে অতি দ্রুতই বাংলাদেশের পক্ষে বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সম্ভব, ঘরে ঘরে সুলভে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব এবং কৃষি-শিল্পে বড় ধরনের পরিবর্তন সম্ভব। আগের সরকারগুলোর ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারও এই পথে না গিয়ে দেশি-বিদেশি লুটেরা গোষ্ঠীকে ব্যবসা দেওয়া এবং কমিশনভোগী নীতি গ্রহণ করায় জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত ক্রমান্বয়ে ব্যক্তিমালিকানায় মুনাফামুখী, ব্যয়বহুল ও ঋণনির্ভর হয়ে পড়ছে। এতে বিদ্যুতের দাম বাড়ছে, দেশি-

বিদেশি বিদ্যুৎ ব্যবসায়ী ও লুটেরা গোষ্ঠী লাভবান হলেও দেশের জনগণের ওপর আরো বোঝা চাপানো হচ্ছে এবং নতুন নতুন বিপদের ঝুঁকি তৈরি করা হচ্ছে। এই জনযাত্রা বিদ্যুৎ সংকট সমাধানের জন্য তাই অবিলম্বে পিএসসি ও বিনা টেন্ডারে বঙ্গোপসাগরের তেল-গ্যাস সম্পদ বিদেশি কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধ, ফুলবাড়ী চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন, খনিজ সম্পদ রপ্তানি নিষিদ্ধকরণসহ জাতীয় কমিটির সাত দফা বাস্তবায়নের দাবি জানাচ্ছে।

আমরা বারবার বলি বিদ্যুৎ উৎপাদনের বহু বিকল্প আছে, সুন্দরবনের কোনো বিকল্প নেই। সরকারি ভুল নীতি, দুর্নীতি ও মুনাফামুখী আগ্রাসনে সুন্দরবনসহ দেশ নানাভাবে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। এর ওপর রামপাল ও ওরিয়ন বিদ্যুৎকেন্দ্র দিতে যাচ্ছে মরণ আঘাত। ভারতীয় কোম্পানির সীমাহীন মুনাফার জন্য, দেশি ভূমিদস্যুদের বনভূমি দখল অবাধ করার জন্য আমাদের অস্তিত্বের অংশ সুন্দরবন ধ্বংস হতে দিতে পারি না। শুধু ভারত নয়, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া কিংবা অন্য যেকোনো দেশের নামেই আসুক না কেন, কোনো দখলদার লুটেরার হাতেই বাংলাদেশকে আমরা ছেড়ে দিতে পারি না। কোনো সাম্রাজ্যিক পরিকল্পনার ফাঁদে আমরা মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে টেনে নিয়ে যেতে দিতে পারি না।

বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশজুড়ে থাকা এই সুন্দরবন ধ্বংসের প্রকল্পের বিরুদ্ধে শুধু বাংলাদেশের জনগণ নয়, ভারতীয় এমনকি সারা দুনিয়ার সংগ্রামী জনগণের পারস্পরিক সংগ্রামের আন্তঃসংযোগ গড়ে তোলা দরকার। তার বিপুল সম্ভাবনাও আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা ভারতের সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি এই প্রকল্প বাতিল করতে, আর ভারতের জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি এই লড়াইয়ে শামিল হতে। এরই মধ্যে অনেকেই এ আন্দোলনে সংহতি জানিয়েছেন, এই জনযাত্রায় শরীকও হয়েছেন, তাঁদের আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমাদের দাবি, অবিলম্বে সুন্দরবন ধ্বংস করার সকল অপতৎপরতা বন্ধ করে সুন্দরবনকে সুস্থ ও পুনরুৎপাদনক্ষম অবস্থায় বিকশিত করার জন্য 'সুন্দরবন নীতিমালা' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। জনযাত্রা থেকে আমরা দাবি জানাচ্ছি, আগামী ১৫ মের মধ্যে রামপাল-ওরিয়নসহ সুন্দরবনবিধ্বংসী প্রকল্প বাতিল করতে হবে। প্রয়োজনে এই সময়ের মধ্যে প্রকাশ্য আলোচনা বা বিতর্কে আসার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। সরকার যদি এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য মহাবিপর্যয়ের প্রকল্প বাতিল করতে ব্যর্থ হয় তাহলে আমরা দেশের সকল পর্যায়ের মানুষকে সাথে নিয়ে ঢাকামুখী লংমার্চ করব। প্রয়োজনে অবস্থান কর্মসূচি, ঘেরাও, হরতাল, অবরোধসহ আন্দোলনের বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করতে বাধ্য হব।

আমরা বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, লেখক, শিল্পী, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, শিক্ষকসহ সমাজের সকল স্তরের নারী-পুরুষের কাছে সম্মিলিত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে জাতীয় প্রতিরোধ জোরদার করার আহ্বান জানাই। সুন্দরবন বহুভাবে বাংলাদেশকে বাঁচিয়ে রাখে, সুন্দরবন রক্ষা তাই আমাদের জাতীয় দায়িত্ব। এই দায়িত্বে শামিল হতে হবে আমাদের সবাইকে। এই মহাপ্রাণ, মাতৃমূর্তি সুন্দরবনকে কোনোভাবেই আমরা দেশি-বিদেশি লুটেরা গোষ্ঠীর মুনাফার বলি হতে দেব না।

কাটাখালী, ১৩ মার্চ ২০১৬
তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি

কয়লার অন্ধকার ভবিষ্যৎ আর অনিশ্চিত বিনিয়োগ

গত শতকের গোড়ার দিকে যখন হাজার হাজার খনি শ্রমিকের ধর্মঘটের কারণে কয়লার দাম কেবলই বাড়ছিল, তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিওডর রুজভেল্টের অনুরোধে সংকট উত্তরণে এগিয়ে এসেছিলেন সেই সময়ের প্রচণ্ড প্রভাবশালী ব্যাংকার জন মরগান। তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক জেপি মরগান কয়লা শিল্পে বিনিয়োগ আর পৃষ্ঠপোষকতায় সব সময়ই ছিল সকলের চেয়ে এগিয়ে। অথচ সময়ের পরিবর্তনে সেই একই ব্যাংক মাত্র কয়েক মাস আগেই ঘোষণা দেয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা অন্য কোনো উন্নত দেশে কয়লাভিত্তিক প্রকল্পে আর কোনো আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া হবে না। এর পরই ব্যাংক অব আমেরিকা, সিটি গ্রুপ, মরগান স্ট্যানলির মতো অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলো একই রকম ঘোষণা দেয়। কয়লা শিল্পের এমন দুরবস্থার দিনে এ ধরনের একের পর এক ঘোষণা নিশ্চিতভাবেই এর ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে তুলছে।

কয়লার এমন দুর্দিনের কারণ অনুসন্ধানে জানতে চাওয়া হলে খনি বিশেষজ্ঞ সিজা ভিট্টা বলেন, *"প্রতিটি সেক্টরেরই ধারাবাহিক উত্থান ও পতনের চক্র আছে, কিন্তু কয়লার ক্ষেত্রে এই পতন চিরস্থায়ীভাবে নিম্নমুখী। এর আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই।"* তাই আমরা দেখতে পাই যে কেবল কয়েক সপ্তাহ আগেই বিশ্বের সবচেয়ে বড় ব্যক্তিমালিকানাধীন কয়লাভিত্তিক কোম্পানি পিয়াবডি এনার্জি ঘোষণা দিয়ে স্বীকার করেছে যে এই প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হবার দ্বারপ্রান্তে।

কোনো কোনো ব্যাংক বলছে যে তারা জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কমাতেই কয়লাভিত্তিক যেকোনো প্রকল্পে নতুন করে বিনিয়োগ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এই সেক্টরে এখন এতটাই শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে যে ব্যাংকগুলো এখানে নতুন করে বিনিয়োগের বিপরীতে মুনাফা লাভের আর কোনো সম্ভাবনাই দেখছে না। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পড়তি দাম, বিকল্প উপায় উদ্ভাবন আর কঠোর সব নিয়মনীতির কারণে অনেকেই কয়লার শেষ দেখে ফেলেছেন। এতসব প্রতিবন্ধকতার পরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যুৎ চাহিদার একটা বড় অংশই আসছে কয়লা থেকে। তাই অতি আশাবাদীরা কয়লার সুদিন ফিরে আসবে বলে আশায় বুক বেঁধে আছেন। এ প্রসঙ্গে আমেরিকান কোয়ালিশন ফর ক্লিনকোল ইলেকট্রিসিটির প্রেসিডেন্ট মাইক ডানকান বলেন, *"কয়লা আমাদের ভবিষ্যতের অংশ। তাই ব্যাংকগুলোর এ খাতে বিনিয়োগ না করার একের পর এক এমন ঘোষণা মোটেই যৌক্তিক নয়।"* তিনি আরো বলেন, *"আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কয়লার সম্ভাবনা না দেখে অতি আশাবাদী হয়ে অন্য খাতে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে, যা কোনো ফল বয়ে আনছে না।"* অন্যদিকে ব্যাংকগুলোর ইদানীংকালের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে রেইন ফরেস্ট অ্যাকশন নেটওয়ার্কের মতো পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো বলছে যে বর্তমান প্রক্রিয়া কয়লা শিল্পের অতি আকাঙ্ক্ষিত পতনকে ত্বরান্বিত করবে। কিন্তু এভাবে হঠাৎ করে অর্থের জোগান বন্ধ করে দিলে খনির কাজে জড়িত হাজার হাজার শ্রমিকের জীবিকা উপার্জনে আঘাত আসার আশঙ্কাও প্রবল। তাই ডয়েস ব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগের পূর্বে আর্থসামাজিক ও পরিবেশগত দিক বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই সাথে খননপরবর্তী কার্যক্রম সমাপ্ত করতে আর পুনর্বাসন প্রকল্পে কাজ করার ঘোষণা দিয়েছে।

এটা সত্যি যে কয়লা থেকে বিনিয়োগ পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। নামিদামি কয়েকটি ব্যাংক ঘোষণা দিলেও অনেক প্রতিষ্ঠানই এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কিছু বলেনি। দীর্ঘদিন এই খাতে যুক্ত থাকার পর হঠাৎ করে বেরিয়ে আসার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে বলে স্বীকারও করেছেন ব্যাংক অব আমেরিকার চিফ এক্সিকিউটিভ ব্রায়ান টি মাহোনি। এ কারণেই পিয়াবডি এনার্জির মত প্রতিষ্ঠান এখনো এই শিল্পে আশার আলো দেখে। এ কারণেই তারা দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে এসেও টিকে থাকার সংগ্রাম করে যাচ্ছে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের এই চেষ্টায় শেষরক্ষা হবে না বলেই মনে হচ্ছে।

[মূল প্রতিবেদন: দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসে ২০ মার্চ ২০১৬ তারিখে 'As Coal's Future Grows Murkier, Banks Pull Financing' শিরোনামে প্রকাশিত। সর্বজনকথার জন্য অনুবাদ করেছেন ***মওদুদুর রহমান***]